ইসলাম অনন্য জীবনদর্শন

﴿ الإسلام هو النظام المثالي للحياة ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

শায়খ লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ الإسلام هو النظام المثالي للحياة ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

ইসলাম অনন্য জীবনাদর্শ

একটি দর্শনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় মানুষের জীবন। এ দর্শন কখনো সুস্পষ্ট আবার কখনো মানবমনের গহীনে থাকে প্রোথিত। প্রতিটি মানুষ সচেতনভাবে অথবা অবচেতন মনে সেটিকে অনুসরণ করে। অবশ্য অনেকেই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে চিন্ত করেন না। যদিও প্রত্যেকের উচিত নিজ জীবেনর র্দশন নির্বাচনে সবদিক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। একটি আদর্শ ও উন্নত জীবনের জন্য উপযুক্ত দর্শন নির্বাচনে মনীষীগণের ভাবনা দীর্ঘকাল ধরে। তাঁদের চিন্তার ফসল হিসাবেই উদ্ভাবিত হয়েছে বিভিন্ন মতবাদ।

এসব মতবাদের অনেকেই অভিজ্ঞতার আলোকে বারবার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নতুন চিন্তাধারা দখল করেছে পুরনো দর্শনের স্থান। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন?

একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ জীবন দর্শনের জন্য যেসব মৌলিক গুণ প্রয়োজন তা না থাকার ফলেই মানুষ বিভ্রান্ত হয় বারবার। আমরা এখানে দেখতে চাইব একটি কাঙ্ক্ষিত জীবন দর্শনের জন্য কোন বিষয়গুলো অপরিহার্য।

মৌলিকত্ব

যে জীবন দর্শন মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব নিতে পারে তাকে হতে হবে মৌলিক। কোন পরান্মুখ বা পরজীবী দর্শন জীবনের জন্য সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এ যাবতকাল পৃথিবীতে যত দর্শনের জন্ম হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলামেই এই গুণটি বিদ্যমান। মানবমনের গহীনে সৃষ্টিগতভাবেই যে অনুভূতি থাকে, তার সঠিক বাস্তবায়ন ঘটে ইসলামের মাধ্যমে। অন্য যে কোন দর্শন বা মতবাদের উৎস সন্ধানে দেখা যায় যে, তা এক বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশের ফলস্বরূপ উদ্ভাবিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সমাজবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমা সমাজে পুঁজিতন্ত্রের যাঁতাকলে যখন শ্রমিক শ্রেণী নিষ্পেষিত হচ্ছিল তখনই এর বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। জন্ম হয় সমাজবাদের। কিন্তু যে সর্বহারা শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে এ মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, বাস্তব অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ রাখতে পারেনি। সে কারণেই মাত্র সাত দশকের ব্যবধানে সমাজবাদ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আসন থেকে অপসারিত হয়েছে। আজ সেখানে পুনরায় স্থান করে নিয়েছে পুঁজিবাদ। এডভান্সড ক্যাপিটালিজম নামে নতুন যে অর্থব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে তা পূর্বের পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমন্বিত আকার। সময়ের ব্যবধানে এরও যে পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে তা বলাই বাহুল্য। ইসলামের ব্যাপারটি এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানবীয় অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রবর্তিত হয়নি। বরং এটি এসেছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ জীবন দর্শনই আল্লাহর মনোনীত। যুগে যুগে আদম সন্তানদের জন্য এ দর্শন দিয়েই তিনি পাঠিয়েছেন মহাপুরুষগণকে। তার প্রেরিত সকল মহাপুরুষের আহ্বান ছিল এ জীবন দর্শনের প্রতি। তারা প্রত্যেকে বলেছিলেন– 'হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তাকে একমাত্র ইলাহরূপে মেনে নাও।' এ মৌলদাবীর পরিবর্তন হয়নি কোনকালে। স্রষ্টাকে একমাত্র উপাস্যরূপে মেনে চলার নীতিই ইসলামের মৌলিক উপাদান। কালের বিবর্তনে মানবীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এতে কোন পরিমার্জনের প্রয়োজন পড়েনি, পড়বেও না। দ্বিতীয়ত ইসলাম ব্যতীত অন্যসব জীবন দর্শন ভোগবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানবীয় চাহিদা যদি শুধুমাত্র ভোগের মধ্যে সীমিত রাখা হয়, তাহলে তা হবে বাস্ততাবিমুখ। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং জগতের সার্বিক কল্যাণের দিক চিন্তা করাও মানুষের মৌলিক গুণাবলীর অন্তর্গত। একমাত্র ইসলামেই এসব দিককে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

ব্যাপকতা

উন্নত জীবন দর্শনের পরবর্তী মৌল উপাদান হলো ব্যাপকতা। মানব জীবনের সবদিকের ওপর পরিব্যাপ্ত না হলে সে দর্শন কখনও সফলতার পথে মানুষকে চালিত করতে পারে না। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন দর্শন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এগুলোর কোনটি ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত আবার কোনটি জাগতিক দিক নিয়েই সন্তুষ্ট। জাগতিক দিক নিয়ে যেসব জীবনদর্শন প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলোও মানুষের জাগতিক জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অধিকাংশ আধুনিক মতবাদ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে প্রবর্তিত হয়েছে। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি ও বুদ্ধির সংঘাত। যদিও বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ, তার বিচিত্র রহস্য উদঘাটন ও চিন্তা-গবেষণা কোনটাই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ নয়। তথাপি ঘটনাচক্রে ইউরোপের রেনেসাঁকালে খৃস্টান পাদ্রীদের সাথে নয়া বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সংঘাত দেখা দেয়।

আসলে ধর্মগুরুদের কাছে তখন জাগতিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যেত না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতো। তাদের মতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ছিল নিষিদ্ধ। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মযাজকদের সাথে বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়, এ থেকে জন্ম নেয় সেকুলারিজম। পরজগতের সব কথা বাদ দিয়েই রচনা করার প্রয়াস চলে মানব জীবনের দর্শন। বলাবাহুল্য, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এই সেকুলারিজম–এর ভিত্তিতেই সকল নিয়মনীতি প্রণয়ন করা হয়। তাই এসব চিন্তাধারায় শুধুমাত্র জাগতিক দিকটিই স্থান পায়। মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত থাকে। এরই কুফল হিসাবে পৃথিবীতে নেমে এসেছে অনৈতিকতার বিষাক্ত ছোবল। তাতে গোটা মানবতা আজ লণ্ডভণ্ড।

মানুষের জীবনের রয়েছে কয়েকটি দিক। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমন্বয়েই একজন মানুষের জীবন গঠিত। বাহ্যিক আচরণের সাথে তার রয়েছে মানসিক অনুভূতির দিকও। একমাত্র ইসলামই মানুষের জীবনের সবদিকের ওপর পরিব্যাপ্ত। তাই আদর্শ জীবন দর্শনরূপে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য।

বাস্তবমুখিতা

বাস্তব দুনিয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে কোন দর্শনই কল্যাণকর হয় না, টিকে থাকতে পারে না। কোন শান্তির বাণী যদি বাস্তবমুখী হয়, তাহলে সেটি সমাদৃত হয়, অন্যথায় নয়। ইসলাম ব্যতীত বেশ কয়েকটি ধর্ম মত পৃথিবীতে চালু রয়েছে। সেগুলোতেও শান্তির কথা আছে, অহিংসার কথা আছে। কিন্তু বাস্তবের সাথে অনেক ক্ষেত্রে অমিল দেখা দেয় সেসব বাণীর। বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো, বাস্তব দুনিয়ার সাথে বিভিন্ন ধর্মের বক্তব্যের অমিল। পাশ্চাত্য জগতে যেসব ধর্ম চালু রয়েছে সেগুলোর অবস্থা এরকমই। পক্ষান্তরে ইসলামের প্রতিটি বক্তব্য বাস্তবসম্মত। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নসীহতের সাথে সাথে শাসনও প্রয়োজন। ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান দু'টোই হয়। অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দেয়া ভাল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তিও দিতে হবে। এসবই বাস্তবতার চাহিদা। এদিকে লক্ষ্য না রেখে শুধুমাত্র ক্ষমা, শুধুমাত্র শাস্তি, শুধুমাত্র লাভ, শুধুমাত্র শাসন বা শুধুমাত্র নসীহত বাস্তবের পরিপন্থী। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ শুধুমাত্র লাভের দিকটিই বিবেচনা করে যা বাস্তবসম্মত নয়। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের নীতি ও আদর্শ বাস্তবতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। অন্য কোন জীবন দর্শনে এমনটি পাওয়া যায় না।

ভারসাম্য

নদীর একূল ভাঙ্গে আর ওকূল গড়ে-নদী তার গতির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই এরূপ করে। অর্থাৎ একদিকে যদি চাপের মাত্রা অধিক হয়ে যায়, তাহলে অপরদিকে তা কমে যাবে– এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব ক্ষেত্রেই এ ভারসাম্য বিদ্যমান। ভারসাম্য রক্ষার তাগিদেই পরিবর্তন ঘটে ভূপৃষ্ঠে। ভূ–অভ্যন্তরে সৃষ্ট ফাটল পূরণ করতে গিয়ে ধসে পড়ে ভূ-ভাগ। মহাসমুদ্রের উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে যখন

নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল হালকা হয়ে ওপরে ওঠে যায়, তখন শূন্যস্থান পূরণের জন্য চারদিক থেকে ঠাণ্ডা ভারি বায়ু দ্রুতবেগে চলে আসে। ভারসাম্য রক্ষার জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। ইসলামের প্রতিটি নিয়ম-কানুন ভারসাম্যপূর্ণ। পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্রের চেয়ে কন্যার অংশ কম। তাই তার দায়িত্ব কম। স্বামীর ওপর দায়িত্ব রয়েছে স্ত্রীর খোরপোশ বহন করা। স্ত্রীর সে দায়িত্ব নেই। সফরে ক্লেশ ভোগ করতেই হয়। তাই নামাযের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে আরো শিথিল করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ।

শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে কোন কর্মসূচী সফল হবার অনত্যম প্রধান শর্ত। এমন অনেক দর্শন রয়েছে যেখানে কর্তৃপক্ষের যে কোন সিদ্ধানের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা কর্মচারীদের রীতি বলে পরিগণিত। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা হলো– কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া অধীনদের জন্য জরুরী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একজন হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের আমীর করা হয়, তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করবে।' আনুগত্যের অভাব ও বিশৃঙ্খলার ফলে অনেক পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। শৃঙ্খলাবোধের কল্যাণ স্বল্প সরঞ্জামেও অনেক দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা যায়। ইসলামে সে শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় কর্তৃপক্ষের জন্য কুরআন-হাদীসের মূলনীতি অনুসরণ অপরিহার্য। নেতৃত্ব নির্বাচনের সময় ইসলাম বিষয়ে জ্ঞানের দিকটি বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়।

যুক্তিবাদ শেষ কথা নয়

গত দুই শতক ধরে পাশ্চাত্যবাসী দাবী করে আসছে যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার সভ্যতার ভিত্তি নিরেট যুক্তিবাদ ও প্রকৃতিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের নবজাগরণ ছিল বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ মাত্র। তারা বস্তুপূজা, প্রবৃত্তির গোলামী ও ইন্দ্রিয় পরবশতার চরম চাতুর্যের সাথে যুক্তি প্রমাণ ও প্রকৃতিবাদের আবরণ টেনে দিয়েছিল। অন্যদিকে বিচার-বুদ্ধি ও বিবেককে তারা একেবারেই পরিহার করে চলল। অথচ যুক্তির কথাই শেষ নয়। বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকবোধ ছাড়া কোন বিধি ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি প্রতিটি সরকারী আদেশেরই যৌক্তিকতা দাবী করে এবং যুক্তি ছাড়া আদেশ পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ না করে পারা যায় না। সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য যদি সেনাধ্যক্ষের প্রদত্ত আদেশের হেতু জিজ্ঞেস করে তাহলে মূলত কোন সেনাবাহিনী গড়ে উঠতে পারে না। ইসলামের শিক্ষা হলো কর্তৃপক্ষের প্রতিটি আদেশের হেতু জিজ্ঞেস করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥١ ﴾ النور: ٥١

'ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে যখন আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হবে– যাতে করে রাসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারেন– তখন তারা বলবে–আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' (সূরা নূর–৫১)।

সংস্কার ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল, তার মূলে ছিল এই নীতিটির প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, ইসলামের বিধি ব্যবস্থাগুলো যুক্তিবিরোধী কিংবা তার কোন খুঁটিনাটি বিধানও তাৎপর্যবিহীন। তেমনি ইসলাম তার অনুগামীদের কাছে অন্ধ তাকলীদ দাবী করে এমনও নয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এর বিপরীত, ইসলামকে যথার্থভাবে অনুসরণ করতে হলে প্রখর মনীষা ও বিচক্ষণতার একান্ত আবশ্যক। মুসলমান সর্বপ্রথম শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করে। অতঃপর সে ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার প্রয়াস পায়। কিন্তু প্রতিটি বিধানের যৌক্তিকতা তার বোধগম্য হবে এমন কোন কথা নেই। ইসলাম তাই নিছক যুক্তিবাদকে একমাত্র

মাপকাঠি সাব্যস্ত করে না। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সবকিছুকে যুক্তিবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও তা পারে না বরং এর ফলে সৃষ্টি হয় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা।

একটি আদর্শ জীবনব্যবস্থা হবার জন্য যেসব মৌলিক উপাদান থাকা প্রয়োজন একমাত্র ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দর্শনে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলাম ব্যতীত অন্য দর্শনগুলো হয়ত অসম্পূর্ণ। নইলে পরস্পরবিরোধী। ভারসাম্য ও শৃঙ্খলার অভাবে বিশ্ব সমাজকে বারবার ব্যর্থতার গ্লানি পোহাতে হচ্ছে যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। একমাত্র ইসলামই এমন দর্শন যা এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তাই সহস্র ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ইসলাম আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারালেও মানব মনের সিংহাসনে তার অবস্থান এখনও মজবুত। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই গ্রহণযোগ্য থাকবে একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শন।